তৃতীয় অধ্যায়
বসতি

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১

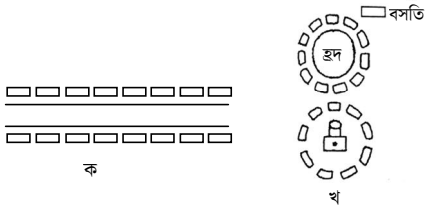

◀ *শিখনফল: ২ [ঢা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭]*

ক. গ্রামীণ হাট কাকে বলে? ১

খ. ভূ-প্রকৃতি বসতি গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'ক' অঞ্চলে বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' বসতির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে গ্রামের কোনো স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ পণ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মিলিত হলে তাকে গ্রামীণ হাট বলে।

খ জনবসতি গড়ে ওঠার পেছনে ভূপ্রকৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন: গাঙ্গেয় বদ্বীপের সমভূমি উর্বর হওয়ায় সেখানে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে।

সমতলভূমিতে কৃষিকাজ করা যত সহজ অসমতল ভূমিতে ততটা নয়। এছাড়াও সমতল ভূমিতে যাতায়াতের সুবিধা বসতি গড়ে ওঠার অনুকূলে কাজ করে। অন্যদিকে বন্ধুর ভূপ্রকৃতিতে খুব কমই বসতি গড়ে ওঠে। যেমন: বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি কম।

গ 'ক' অঞ্চলে সারিবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে।

যে বসতিগুলো পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন সারি (Line) সৃষ্টি করে তাকে সারিবদ্ধ বসতি বলে। এ ধরনের বসতি পাঁচ থেকে ছয় মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। প্রধানত প্রাকৃতিক এবং কিছুক্ষেত্রে সামাজিক কারণে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ বা কিনারা, রাস্তার ধারে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। বন্যামুক্ত ভূমি এ ধরনের বসতি গড়ে তোলার জন্য সুবিধাজনক। এ কারণেই দেশের মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চলে এ ধরনের বসতি দেখা যায়। বড় রাস্তার ধারে ও গ্রামাঞ্চলে রৈখিক বসতি দেখা যায়। যেসব নদী সক্রিয় নয় সেগুলোর তীরেও সারিবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে, যেমন– রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চল।

ঘ 'ক' ও 'খ' যথাক্রমে রৈখিক বা সারিবদ্ধ ও গোলাকার বসতি নির্দেশ করে। সারিবদ্ধ বসতি পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে সরলরেখায় গড়ে ওঠে। অন্যদিকে গোলাকার বসতি প্রাকৃতিক সুবিধা বা আকর্ষণীয় কোনো স্থানের চারপাশে বৃত্তাকারে গড়ে ওঠে।

নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ বা কিনারা, রাস্তার ধারে সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়, যেমন– কক্সবাজারের উপকূলবর্তী বসতি। শুষ্ক অঞ্চলে কোনো ঝরনা, বিল বা হ্রদ ইত্যাদির চারপাশে গোলাকার বসতি গড়ে ওঠে, যেমন– রাজশাহীর চলন বিল এলাকার বসতি।

সারিবদ্ধ বসতি সাধারণত নিবিড় হয়ে থাকে। এখানে গড়ে ওঠা পুঞ্জীভূত বসতিগুলোর মধ্যে কিছুটা ফাঁকা থাকে যেখানে খামার অথবা অন্য কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এ ধরনের বসতিতে সামাজিক যোগাযোগ কঠিন, কেননা প্রান্তস্থিত (marginal) বসতিগুলো একটি থেকে আরেকটি অনেক দূরে অবস্থিত। আবার বিভিন্ন সেবা সুবিধার ক্ষেত্রেও তা প্রতিবন্ধক হয়। তবে এ ধরনের বসতিতে যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে।

অন্যদিকে গোলাকার বসতি ততটা নিবিড় হয় না কেননা এর সেবা সুবিধাপ্রাপ্তির একটি কেন্দ্র আছে। এ বসতিতে যাতায়াত ব্যবস্থার বিন্যাসও সুবিধাজনক হয় না। তবে গোলাকার বলে এ বসতির অধিবাসীদের সামাজিক যোগাযোগ নিবিড় হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সারিবদ্ধ ও গোলাকার বসতির বাহ্যিক রূপে যেমন ভিন্নতা রয়েছে তেমন এর ভিতরগত (internal) বৈশিষ্ট্যেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য।

প্রশ্ন ▶ ২

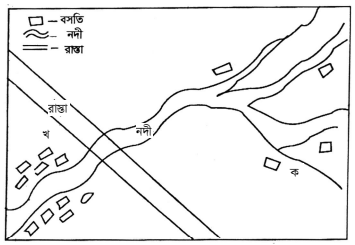

◀ *শিখনফল: ২ [সকল বোর্ড-২০১৬]*

ক. বসতি কাকে বলে? ১

খ. শিল্পাঞ্চলে পুঞ্জিভূত বসতি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' স্থানের বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' স্থানের বসতির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যে অবস্থার তৈরি করে তাকে বসতি বলে।

খ যে অধিবাসীদের বসত বাড়িগুলো খুব কাছাকাছি এবং ঘন বা নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠে তাকে পুঞ্জিভূত বসতি বলে।

কোনো স্থানে শিল্প স্থাপিত হলে সে অঞ্চলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধার (যেমন– কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শিক্ষা, বিনোদন, চিকিৎসা প্রভৃতি) কারণে মানুষ শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে বসতি স্থাপন করতে চায়। উক্ত কারণে শিল্পাঞ্চলে পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে, যেমন– ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বসতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বসতি হলো রৈখিক বসতি।

প্রধানত প্রাকৃতিক ও কিছু সামাজিক কারণে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে আছে পানীয়জলের প্রাপ্যতা, অনুকূল আবহাওয়া, নদী অববাহিকার উর্বর অঞ্চল, বন্যামুক্ত এলাকা ইত্যাদি।

নদী, খাল, রেললাইন ও রাস্তার দু পাশে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার প্রবণতা বেশি। এর কারণ এ ধরনের এলাকা সাধারণত বন্যামুক্ত হয়। প্রাকৃতিক বন্ধুরতার জন্যে রৈখিক বসতি সর্বদা সোজা হয় না। নদী অববাহিকা ও হাওর এলাকায় পানীয়জলের প্রাপ্যতার কারণে রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে। রৈখিক বসতি গড়ে ওঠার সামাজিক কারণের মধ্যে আছে সামাজিক সম্পর্ক, হাট-বাজারের উপস্থিতি, পেশাগত সাদৃশ্য ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে রৈখিক বসতি গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' এবং 'খ' স্থানে যথাক্রমে বিক্ষিপ্ত এবং রৈখিক বসতি দেখা যায়।

'ক' স্থানে মাত্র একটি বা দুটি বসতি দূরে দূরে অবস্থান করায় এটি বিক্ষিপ্ত বসতি এবং 'খ' স্থানে কয়েকটি বসতি পাশাপাশি সরলরেখায় অবস্থান করায় এটি রৈখিক বসতি নির্দেশ করে।

নিচে বিক্ষিপ্ত ও রৈখিক বসতির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো–

i. বিক্ষিপ্ত বসতিতে একটি পরিবার অন্যটি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। আর রৈখিক বসতিতে একটি পরিবার অন্যটির কাছাকাছি এবং সরলরেখায় অবস্থান করে।

ii. বন্ধুর ভূপ্রকৃতিতে বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়। অপরদিকে, নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ, নদীর, রাস্তার কিনারা প্রভৃতি স্থানে রৈখিক বসতি গড়ে ওঠে।

iii. বিক্ষিপ্ত বসতিতে অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে রৈখিক বসতির অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন অনেক দৃঢ় হয়।

iv. বিক্ষিপ্ত বসতির যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত হলেও রৈখিক বসতির যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই ভালো।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বসতি দুটিতে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা থেকে সহজে এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

প্রশ্ন ▶৩ হান্নান সাহেব রাঙামাটি বেতারকেন্দ্রে চাকরি করেন। সেই সুবাদে তিনি রাঙামাটি এলাকায় বাস করেন। তিনি ছুটিতে তার গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জে আসেন। এই দুই এলাকার বসতির মধ্যে তিনি অনেক তারতম্য খুঁজে পান।

◀ *শিখনফল: ১*

ক. নগর কাকে বলে? ১

খ. নগর গড়ে ওঠার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দুটি এলাকায় কোন ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এলাকা দুটিতে বসতির ভিন্নতায় ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিবিহীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুঞ্জিভবনকে নগর বলে।

খ নগরায়ণের উৎপত্তিতে ভূমির অবস্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন সামাজিক সুবিধাজনক অবস্থা (যেমন: স্কুল, কলেজ) এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে সুন্দর বাসোপযোগী পরিবেশে (যেমন: নদীর অবস্থান) নগর গড়ে ওঠে। আবার যেসব অঞ্চলের জলবায়ু পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে ভালো, খনিজ ও কৃষি সম্পদ সহজলভ্য এবং সাগর, নদী বা অনুরূপ পানিপথে অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে সেখানেই নগর গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি এলাকা অর্থাৎ রাঙামাটি ও সিরাজগঞ্জে যথাক্রমে বিচ্ছিন্ন ও অনুকেন্দ্রিক বসতি গড়ে উঠেছে।

রাঙামাটি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। এখানে যেসব উপজাতীয় বসতি গড়ে উঠেছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির। এই সমস্ত বসতি ঝরনা বা পানির উৎসের কাছাকাছি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে।

সিরাজগঞ্জে সারিবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে। সিরাজগঞ্জ যমুনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। নদীর পাড়ে এ অঞ্চলে সারিবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাঙনপ্রবণ হওয়ার কারণে সর্বক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক এ প্রতিকূলতাকে জয় করে সিরাজগঞ্জে সংঘবদ্ধ বসতিও গড়ে উঠেছে। ফলে অধিবাসীরা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে সংঘবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে পারবে আবার সামাজিক সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করতে পারবে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে তাই সংঘবদ্ধ বসতি এবং কিছু সারিবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত এলাকা দুটি অর্থাৎ রাঙামাটি ও সিরাজগঞ্জে বসতির যে ভিন্নতা রয়েছে তাতে ভৌগোলিক পরিবেশই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করি।

পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন ধরনের বসতি রয়েছে। প্রতিটি বসতির ধরনে যে ভিন্নতা তা ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের কারণেই হয়ে থাকে। উদ্দীপকের রাঙামাটি ও সিরাজগঞ্জের বসতির ধরনের ভিন্নতার ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। এ দুইটি অঞ্চলে ভূমিরূপগত ভিন্নতা, জলবায়ুর পার্থক্য এবং জীবিকা অর্জনের ধরন বসতির মধ্যে ভিন্নতা এনেছে।

বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার ভূমিরূপ পাহাড়ি বন্ধুর প্রকৃতির। সেখানে পানির উৎস ঝরনাও বিক্ষিপ্ত অবস্থানে রয়েছে। প্রচুর বৃষ্টিপাত, বনভূমির অবস্থান সেখানে বসতি গড়ে তোলার প্রতিবন্ধক। রাঙামাটিতে জীবিকার জন্য ভালো কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থাও নেই। ফলে পাহাড়ের ঢালে পানির উৎসের নিকটে যেখানে কিছু কৃষিকাজ বা পশুপালন সম্ভব সেখানে বিচ্ছিন্ন বসতি গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে সিরাজগঞ্জের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। যমুনা নদীর তীরবর্তী সিরাজগঞ্জে উর্বর পলল মৃত্তিকার কৃষিভূমি বিস্তৃত। বিস্তীর্ণ সমভূমিতে মৌসুমি বৃষ্টিপাতের আশীর্বাদে কৃষির ফলনও প্রচুর। জীবিকার সংস্থান করা খুব সহজ। নদীর ধারে অথবা সামাজিক যোগাযোগের প্রয়োজনে বিভিন্ন সুবিধা (যেমন– হাট) কে কেন্দ্র করে এখানে সারিবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছে।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান ও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে এ দুটি অঞ্চলে বসতির ধরনে ভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ টিপুর পাশের গ্রাম কুমারপাড়া। সেখানে কয়েকটি পরিবার একত্রে বসবাস করে। তাদের বাড়িগুলোর মধ্যে দূরত্ব কম। টিপুদের গ্রামের অধিকাংশ লোক তাদের পাশের গ্রামে উৎপাদিত পণ্যগুলোর পরিবহন ও বাজারজাতকরণের কাজ করে।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. বিচ্ছিন্ন বসতি বাংলাদেশের কোথায় দেখা যায়? ১

খ. রৈখিক বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. টিপুদের পাশের গ্রামের বসতি কী ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. টিপুদের গ্রামের বসতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন অনুযায়ী পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় বিচ্ছিন্ন বসতি দেখা যায়।

খ যেসব বসতি অঞ্চলের ঘরগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে রৈখিক বসতি বলে। সাধারণত নদীর তীরে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

বন্যামুক্ত উচ্চভূমি, নদী অববাহিকা, হাওর এলাকা, অনুকূল আবহাওয়া ইত্যাদি রৈখিক বসতি গড়ে ওঠার জন্য সহায়ক।

গ টিপুদের পাশের গ্রামটি হলো কুমারপাড়া।

সাধারণত পেশার প্রাধান্য অনুসারে গ্রামীণ বসতিগুলো চিহ্নিত করা যায়। যেমন– জেলে বসতি, কুমার বসতি ইত্যাদি। টিপুদের পাশের গ্রামের অধিবাসীরা কুমার পেশার সাথে জড়িত।

কুমারদের তৈরিকৃত পণ্য মৃৎশিল্প নামে পরিচিত। এ শিল্পের কাজ সরাসরি কৃষিকাজের সাথে সম্পর্কিত না হলেও এটি অকৃষিজাত প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত থাকে তারা সাধারণত গ্রামে থাকে। কুমারপাড়ার বাড়িগুলোর মধ্যে দূরত্ব কম থাকায় এবং একই রকম পেশায় নিয়োজিত বলে একে গ্রামীণ বসতির গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি বলা যায়।

ঘ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন অনুযায়ী টিপুদের গ্রামটি পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত।

টিপুদের গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিকাজের সাথে জড়িত নয়; বরং তারা নিজেদের পাশের গ্রামে উৎপাদিত মৃৎশিল্পের পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত যা পৌর বসতির বৈশিষ্ট্য।

টিপুদের গ্রামের অধিবাসীরা প্রাথমিক পর্যায়ের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, পরিবহন ও বণ্টনের সাথে যুক্ত যা তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যেসব বসতির বেশির ভাগ লোক কৃষি ছাড়া অন্যান্য পেশাতে অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে তাকে পৌর বসতি বলে। এ ধরনের বসতিতে বাড়িগুলো একসাথে অবস্থান করে, পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়, বিভিন্ন বিনিময় কেন্দ্র থাকে এবং বসতিগুলোর সুনির্দিষ্ট আকৃতি ও অবস্থান দেখা যায়। পৌর বসতি নির্ধারণে সাধারণত দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়; যেমন– অধিবাসীদের উপজীবিকা এবং জনসংখ্যার আকার। উদ্দীপকে টিপুদের বসতিটি তাদের উপজীবিকা তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন অনুযায়ী টিপুদের গ্রামের বসতি পৌর বসতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৫ বিশালের গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। একটি বড় পুকুরের পাশে তাদের বাড়িসহ চারদিকে আরও অনেকগুলো বাড়ি রয়েছে। এবার ঈদে বিশাল তার পরিবারের সাথে সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করতে যায়। সেখানে তারা তাঁবু টানিয়ে রাত্রি যাপন করে।

◀ *শিখনফল: ২*

ক. বসতি বলতে কী বোঝ? ১

খ. বিশালদের গ্রামের বসতি কীরূপ বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. সেন্টমার্টিনে রাত্রি যাপনের জন্য যে ধরনের বসতি গড়ে তোলা হয়েছিল সে অনুযায়ী বসতির শ্রেণিবিভাগ করো। ৩

ঘ. বিশালদের গ্রামীণ বসতিসহ বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ সংক্ষেপে লিখো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বসতি বলতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য তৈরি আবাসস্থলকে বোঝায়।

খ বিশালদের গ্রামের বসতি অনুকেন্দ্রিক বসতি।

বিশালদের বাড়ি যেহেতু একটি বড় পুকুরের পাশে এবং তাদের বাড়িসহ আরও অনেকগুলো বাড়ি পুকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই এটি একটি অনুকেন্দ্রিক বসতি। অনুকেন্দ্রে এমন একটি সুবিধা বা প্রতিষ্ঠান থাকে যাকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে ওঠে।

গ সেন্টমার্টিনে রাত্রি যাপনের জন্য বিশালরা যে বসতি গড়ে তুলেছে তা ক্ষণস্থায়ী বসতি।

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে বসতিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. ক্ষণস্থায়ী বসতি, ২. অস্থায়ী বসতি, ৩. স্থায়ী বসতি।

ক্ষণস্থায়ী বসতি: অতীতে শিকারি ও খাদ্য সংগ্রাহক মানবগোষ্ঠীর বসতির প্রকৃতি ছিল ক্ষণস্থায়ী। এ বসতিতে বসবাসরত লোকের

সংখ্যা খুব কম। ছোটখাটো ১০ থেকে ১০০ জনের একটি দল হতে পারে। বর্তমানে অনেকে বিনোদনের জন্য বিভিন্ন স্থানে এরূপ বসতি গড়ে তোলে।

অস্থায়ী বসতি: অস্থায়ী বসতির অধিবাসীরাও ক্ষণস্থায়ী বসতির লোকদের মতো জায়গা বদল করে তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি। এ বসতির জনগোষ্ঠীরা যাযাবর নামে পরিচিত। অস্থায়ী বসতিতে বসবাসকারী শিকারি, খাদ্য সংগ্রাহক ও কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলে দেখা যায়।

স্থায়ী বসতি: স্থায়ী বসতি বহুদিনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। সময়ের বিবর্তনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের একই জমিতে উপর্যুপরি ফসল ফলানোর কৌশল আয়ত্ত করার সুফল হিসেবে স্থায়ী বসতির সূত্রপাত হয়।

ঘ বিশালদের গ্রামের বসতি হলো সংঘবদ্ধ অনুকেন্দ্রিক বসতি।

বসতি বলতে বসবাসের জন্য কোনো আবাসস্থলকে বোঝায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ বসতিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা: ক. বিক্ষিপ্ত বসতি খ. সংঘবদ্ধ বসতি ও গ. বিচ্ছিন্ন বসতি। এসব বসতিকে আকৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো—

ক. **বিক্ষিপ্ত বসতি:** বিক্ষিপ্ত বসতি বলতে এমন একটি একককে বোঝায় যা ২/৩টি ঘরের সমষ্টি অথবা ১/২টি পরিবারের ৫/৭ জনের আবাসস্থল।

খ. **সংঘবদ্ধ বসতি:** একটি বসতি অন্য একটি বসতি থেকে খুব কাছে অবস্থিত হয়ে যখন একটু বড় রূপ নেয় তখন একে সংঘবদ্ধ বসতি বলে। এরূপ বসতির সংঘবদ্ধ রূপকে ভিত্তি করে বসতির বিন্যাসকে আরও কতকগুলো বিভাগে বিভাজিত করা যায়। যেমন— (১) সারিবদ্ধ, (২) পুঞ্জীভূত ও (৩) অনুকেন্দ্রিক।

সারিবদ্ধ: যেসব বসতি অঞ্চলের ঘরগুলো পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত একটি দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন আকারে বর্তমান থাকে তাকে সারিবদ্ধ বা রৈখিক বসতি বলে। এ ধরনের বসতি কখনো কখনো ৮-১০ কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

পুঞ্জীভূত: প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে যখন অনেকগুলো ঘরবাড়ি পরস্পর খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয়ে একটি সম্মিলিত রূপ লাভ করে তখন এ বসতিকে পুঞ্জীভূত বসতি বলে।

অনুকেন্দ্রিক বসতি: এ ধরনের বসতিতে পরস্পর গোষ্ঠী, একটি উঠান বা অন্যান্য সুবিধা নিয়ে অনেকগুলো ঘরবাড়ি গড়ে তোলে যা অনুকেন্দ্রিক বসতি হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকে।

গ. **বিচ্ছিন্ন বসতি:** বিক্ষিপ্ত বসতির একটি ভিন্ন মাত্রা হলো বিচ্ছিন্ন বসতি। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় যে সব উপজাতীয় বসতি গড়ে উঠেছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন বসতি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গ্রামীণ বসতির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করা যায় যার ভিত্তিতে গ্রামীণ বসতির শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৬ তমা জামালপুর তার মামার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। সে দেখল সেখানকার বাড়িগুলো নদীর ধার ঘেঁষে লাইনের মতো গড়ে উঠেছে। প্রিতমের নিজ এলাকার বাড়িগুলো এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি অনেক দূরে অবস্থিত এবং সেথায় ভূ-প্রকৃতি উঁচু-নিচু। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. পল্লি বসতি কী? ১

খ. বসতির ভিন্নতায় ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. তমার মামার গ্রামে যে ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তমার নিজ এলাকার বসতিগুলো গড়ে ওঠার পিছনে শুধু ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতাই কি দায়ী- যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৩-৫ টি ক্ষুদ্রাকাকার বসতি বাড়ি নিয়ে কোনো পাহাড়িয়া বা চর এলাকার যে ক্ষুদ্রাকায় বসতি গড়ে ওঠে তাকে পল্লি বসতি বলে।

খ বেঁচে থাকার জন্য মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে সেখানকার সব ভৌগোলিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বসতি স্থাপন করে থাকে। বসতি স্থাপনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণেই বসতির পার্থক্য লক্ষ করা যায়; যেমন- মেরু অঞ্চলে বরফের তৈরি দরজা, জানালাবিহীন নিচু গামলার মতো ইগলুর ঘর, মোচাকৃতি বনাঞ্চলে কাঠের ঘর, উষ্ণ মরু অঞ্চলে কাদার ঘর, নিরক্ষীয় আর্দ্র বনাঞ্চলে পাতা ও খড়ের ঘর ইত্যাদি।

গ তমার মামার গ্রামে যে ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে তা হলো সারিবদ্ধ বা রৈখিক বসতি। নিচে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো-

যে বসতি নদীর তীরবর্তী উঁচু ভূমি, রাস্তা বা রেলপথের উভয় পাশে সরলরেখার ন্যায় গড়ে ওঠে তাকে সারিবদ্ধ বা রৈখিক বসতি বলে। এ ধরনের বসতি ৫-৬ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। বাংলাদেশের ছোট-বড় সব নদীর তীরে বড় বড় রাস্তার পাশে এ ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে বসতির ঘরবাড়িগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে একটি অবিচ্ছিন্ন মালার মতো সৃষ্টি করে তাকে রৈখিক বা সারিবদ্ধ বসতি বলে।

নদী বা প্রশস্ত সড়ক পথের উভয় পাশে নিচু ও বন্যা কবলিত ভূমি থাকলে বসতি বাইরের দিকে প্রসার লাভের জায়গা পায় না বলে নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ বা রাস্তার পাশের জায়গায় সারিবদ্ধ বসতি বিকাশ লাভ করে। নদী, রেলপথ ও প্রশস্ত রাস্তা এ ধরনের বসতির পরিবহনে সহায়তা করে থাকে। নদী থেকে মিষ্টি পানি, সেচের পানি ও প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। নদী তীরবর্তী অঞ্চল পলিমাটি সমৃদ্ধ বলে উর্বর এবং সেখানে অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব। এসব কারণে নদী ও রাস্তার পাশে রৈখিক বা সারিবদ্ধ বসতি দেখা যায়।

পরিশেষে বলা যায় তমার মামার বাড়ি সিরাজগঞ্জে যে বসতি দেখেছে তা সারিবদ্ধ বা রৈখিক বসতি এবং নদীর প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাকে কেন্দ্র করেই এ ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে।

ঘ তমার নিজ এলাকার বসতিগুলো বিক্ষিপ্ত বসতির অন্তর্গত। এ ধরনের বসতিগুলো গড়ে ওঠার জন্য শুধু ভূ-প্রকৃতির বন্ধুরতাই দায়ী। নিচে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হলো-

যে বসতি বিশেষ কোনো নিয়ম মেনে গড়ে ওঠে না তাকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে। এ জাতীয় বসতি কৃষিভূমির উর্বরতা,

কৃষি পণ্যের প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন নদী অববাহিকা অঞ্চল, পার্বত্য এলাকা ও সুন্দরবন এলাকার অধিকাংশ বসতি ও এ ধরনের বসতি। এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার পশ্চাতে ভূপ্রকৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পাহাড়ি এলাকার উঁচুনিচু অসমতল ভূমির জন্য বসতি বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সাধারণত ভূমি অসমতল হওয়ায় কৃষিকাজের জন্য ভূমি একত্রে পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কৃষি জমির নিকটে জনবসতি তৈরি হয় এবং এ কারণেই বসতিগুলো পৃথক পৃথক স্থানে গড়ে ওঠে। আবার মাটি অনুর্বর হলে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে। যে সব এলাকায় পানির কোনো অভাব হয় না সেসব এলাকায় বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে ওঠে। যেসব এলাকায় বন যত বেশি গভীর হয় বসতি তত বেশি বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর কোনো স্থানে যদি বসতিগুলো পাশাপাশি না থেকে আলাদা আলাদাভাবে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় থাকে তবে তাকে বিক্ষিপ্ত বসতি বলে। তাই বলা যায়, তমার নিজ এলাকার বাড়িগুলো বিক্ষিপ্ত বসতি এবং এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠার জন্য ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতাই দায়ী।

প্রশ্ন ▶ ৭ পলাশের বাড়ি গাইবান্ধা। তাদের এলাকায় কৃষিজমির মাঝে বসতি গড়ে ওঠেছে। অন্যদিকে জুলফিকারের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুরে। তাদের এলাকায় অনেকগুলো পরিবার একত্রে বসবাস করে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. বসতি গড়ে উঠার প্রাকৃতিক কারণগুলো কী কী? ১
খ. হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের পলাশের বসতির চিত্র অঙ্কন করে দেখাও। ৩
ঘ. বাংলাদেশে জুলফিকারের বসতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বসতি গড়ে উঠার প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো ভূপ্রকৃতি, মাটির বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, সূর্যালোক, পানির সহজলভ্যতা ইত্যাদি।

খ সাধারণত যে স্থানে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদান করা হয় তাকে হাট-বাজার বলে।

হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য হলো—

i. হাট সপ্তাহে ১/২ দিন অথবা সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত বসে থাকে। অন্যদিকে বাজার প্রতিদিন বসে।
ii. বেশির ভাগ হাটে অস্থায়ী ছাউনী দেখা যায়। পক্ষান্তরে বাজারে স্থায়ী ছাউনী থাকে।
iii. হাট সাধারণত গ্রামে এবং বাজার শহরে দেখা যায়।

গ পলাশ গ্রামীণ বিক্ষিপ্ত বসতির বাসিন্দা।

তাদের এলাকায় বসতিগুলো কৃষিজমির ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠেছে। যা বিক্ষিপ্ত বসতি নির্দেশ করে। বিক্ষিপ্ত বসতি বলতে ২/৩টি ঘরের সমষ্টি বা ১/২ পরিবারের ৫/৭ জনের আবাসস্থলকে বোঝায়।

নিচে বাংলাদেশের বিক্ষিপ্ত গ্রামীণ বসতির চিত্র অঙ্কন করা হলো:

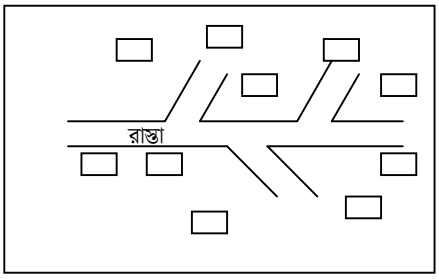

চিত্র : বিক্ষিপ্ত বসতি

ঘ জুলফিকারের বাড়ি টাঙ্গাইলের মধুপুরে। তাদের এলাকায় অনেকগুলো পরিবার একত্রে বসবাস করে, যা পুঞ্জীভূত বসতি নির্দেশ করে।

কোনো বিশেষ সুবিধার (পানীয়জল, মৃত্তিকা) জন্য যখন কোনো স্থানে অনেকগুলো বাড়ি একত্রে অবস্থান করে তখন তাকে পুঞ্জীভূত বসতি বলে। এ বসতিকে নিবিড় বসতিও বলা হয়।

নিচে পুঞ্জীভূত বসতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো—

১. এ বসতির বাড়িগুলো খুব কাছাকাছি থাকে।
২. এ বসতির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে পৌর বসতিতে রূপান্তরিত হয়।
৩. উদ্বৃত্ত ও সঞ্চিত সম্পদ বসতির আয়তন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৪. এ ধরনের বসতিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিক থাকে।
৫. উন্নত যোগাযোগ, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ ইত্যাদি এ বসতি গড়ে তুলতে সহায়তা করে।
৬. সাধারণত কৃষিভূমি বসতি এলাকা থেকে অনেক দূরে থাকে।
৭. প্রতিটি বসতি আধাপাকা বা কাঁচা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত থাকে।
৮. বাংলাদেশের সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল, মধুপুর গড়, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এ বসতির আধিক্য দেখা যায়।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এ ধরনের বসতির প্রাধান্য দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮ নয়নদের গ্রামের স্কুলের খোলা মাঠে প্রতি শনিবার আশপাশের গ্রাম থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার এ ধরনের সমাবেশ একটি বিশেষ নামে পরিচিত। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. নগরায়ণ কী? ১
খ. হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২
গ. নয়নদের গ্রামে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এ ধরনের সমাবেশ কী নামে পরিচিত ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যে অবয়ব তৈরি করে তাই বসতি।

খ সাধারণত যে স্থানে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদান করা হয় তাকে হাট-বাজার বলে।

হাট ও বাজারের মধ্যে পার্থক্য হলো—

i. হাট সপ্তাহে ১/২ দিন অথবা সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত বসে থাকে। অন্যদিকে বাজার প্রতিদিন বসে।

ii. বেশির ভাগ হাটে অস্থায়ী ছাউনি দেখা যায়। পক্ষান্তরে বাজারে স্থায়ী ছাউনি থাকে।

iii. হাট সাধারণত গ্রামে এবং বাজার শহরে দেখা যায়।

গ নয়নদের গ্রামে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এ ধরনের সমাবেশ গ্রামীণ হাট নামে পরিচিত।

গ্রামীণ হাট এমন একটি সুনির্দিষ্ট স্থান যেখানে নির্দিষ্ট এলাকার কিছুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে। অন্যভাবে বলা যায়, হাট হলো নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার একটি সমাবেশ। নির্দিষ্ট দিন ছাড়া তা সাধারণত শূন্য পড়ে থাকে। এখানে দ্রুত পচনশীল পণ্যের সরবরাহ লক্ষ করা যায়।

হাট বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। গ্রামীণ মানুষের স্থানীয় চাহিদা পূরণে গ্রামীণ হাট বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ঘ নিচে বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট গড়ে ওঠার সম্ভাব্য কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো:

নদ-নদীর অবস্থান: নদীপথ হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পরিবহন মাধ্যম। এই পথে সহজে ও সস্তায় মালামাল পরিবহন করা যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ হাট-বাজার নদীর তীরে অবস্থিত।

আন্তঃবিনিময় প্রবাহ: যেসব পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হয় না সেসব পণ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণের জন্য আন্তঃবিনিময় প্রবাহের কারণে গ্রামীণ হাট গড়ে ওঠে।

উদ্বৃত্ত পণ্য: বাংলাদেশের অধিকাংশ হাট উদ্বৃত্ত পণ্যের সমাবেশের জন্য এবং ঘাটতি পণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভব হয়ে থাকে।

বিশেষ পণ্যের চাহিদা পূরণ: গ্রামীণ ব্যবসায়ীদের কল্যাণে ক্রেতাদের বিশেষ পণ্যসামগ্রীর চাহিদা পূরণের জন্য গ্রামীণ হাট গড়ে ওঠে।

প্রশাসনিক কেন্দ্র: সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষ স্থান হাট। পণ্য বিনিময়, যোগাযোগ, জমি-জমা সংক্রান্ত কাজ করা, প্রভৃতির জন্য প্রশাসনিক কোনো অবকাঠামোর পাশে গ্রামীণ হাটবাজার গড়ে ওঠে।

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ৯

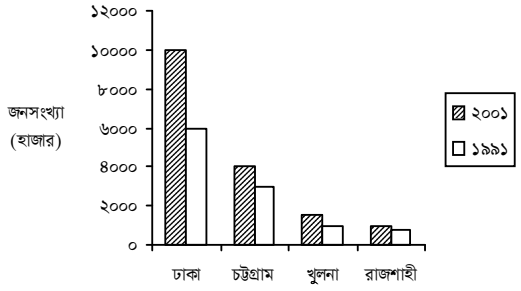

◀ *শিখনফল: ৪*

ক. হাওর অঞ্চলে কোন ধরনের বসতি দেখা যায়? ১

খ. দুর্যোগমুক্ত এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে কেন? ২

গ. উপরের লেখচিত্র থেকে উক্ত দুটো সময়ে নগরায়নের ধারা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. লেখচিত্রের আলোকে ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নগরায়ন বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাওর অঞ্চলে সংঘবদ্ধ বসতি দেখা যায়।

খ দুর্যোগমুক্ত এলাকাকে মানুষ বসতি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত বলে নির্বাচন করে থাকে।

মানুষ ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাকে বসতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করে থাকে। কারণ, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বসতি নির্মাণ করলে ক্ষয়ক্ষতিসহ, প্রাণনাশের ব্যাপক আশঙ্কা থাকে। এজন্য দুর্যোগমুক্ত এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকের লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরায়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উক্ত দুটো সময়ের নগরায়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে ১৯৯১ সালে নগর জনসংখ্যা ছিল ৬০ লাখের উপরে যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯৯১ সালে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২৫ লাখ যেখানে ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪২ লাখের উপরে। ১৯৯১ সালে খুলনা বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগে নগর জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ১৫ লাখ ও ৮ লাখ যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে খুলনা শহরের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ লাখ এবং রাজশাহী শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। যেহেতু নগর জনসংখ্যা দ্বারা নগরায়নের ধারা মূল্যায়ন করা হয় তাই ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে প্রতিটি বিভাগে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নগরায়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালের পর নগর জনসংখ্যা বার্ষিক ৩.১৫% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৬ মিলিয়নে উন্নীত হয়। এ সময় নগরায়নের হার ছিল ২৩.১০%।

সুতরাং বলা যায় যে, উপরের লেখচিত্র অনুযায়ী দুটো সময়ে নগরায়নে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে।

ঘ কোনো একটি নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে সেই নগরের নাগরিকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নগরায়ন বলে।

লেখচিত্রের আলোকে ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নগরায়ন বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো—

নগর কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি: ১৯৯১ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে যে পরিমাণ নগর কেন্দ্র ছিল ২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরায়নও বৃদ্ধি পেয়েছে।

নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি: উপরের লেখচিত্রে প্রতিটি বিভাগেই দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: ঢাকা বিভাগে ১৯৯১ সালে নগর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ লাখ যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

নগরায়নের হার বৃদ্ধি: ১৯৯১ সালের তুলনায় যেহেতু ২০০১ সালে প্রতি বিভাগে নগরকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই স্বাভাবিকভাবে ২০০১ সালে নগরায়নের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: ১৯৯১ সালে নগরায়নের হার ছিল ১৯.৬৩% যা ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.১০% এ দাঁড়ায়।

উপরিউক্ত নগরায়ন বৃদ্ধির কারণগুলো ছাড়াও ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, সুবিস্তৃত সমতলভূমি, যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল, অর্থনৈতিক অগ্রসরমান অঞ্চল এবং অধিক নিরাপত্তাবেষ্টিত স্থান হওয়ায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা রাজশাহী অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে নগরায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'ক' অঞ্চলে আগে কৃষিকাজ হতো। আস্তে আস্তে এখানে অনেক শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে। এছাড়াও বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদি নির্মাণের ফলে এখানকার কৃষি জমিগুলো ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসে। এখানকার আধিকাংশ জনগণ এখন অকৃষি পেশায় নিয়োজিত। ◀ *শিখনফল: ৪*

ক. বৃত্তাকার বসতি কাকে বলে? ১

খ. দাবার ছক আকৃতির (Chess board pattern settlement) বসতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলের প্রক্রিয়াকে কী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের মতো স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত বসতির সামগ্রিক নকশাটি বৃত্তের মতো হলে, তাকে বৃত্তাকার বসতি বলে। উদাহরণ: আফ্রিকার জুলু উপজাতির বসবাস বৃত্তাকার।

খ যে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি সমকোণ বা আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত রাস্তাগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠার ফলে লোহার জালের মতো খোপ-খোপ আকার ধারণ করে, তাকে দাবার ছক আকৃতির বা জালিকাকার বসতি বলে। ইংরেজি পরিভাষায় এই প্রকার জনবসতিকে 'চেসবোর্ড' বা 'গ্রিড আয়রন' (Chess board or Grid iron)-ও বলা হয়। গণ্ডকি নদীর সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত সারণ (Saran) জেলার অন্তর্গত সারিয়া (Srea) নামের গ্রামটি দাবার ছক আকৃতির গ্রামীণ বসতির একটি উদাহরণ।

গ উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের প্রক্রিয়াকে 'নগরায়ণ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নিচে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো-

নগরায়ণ হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো একটি অঞ্চলে বা দেশে নগর বা শহর গড়ে ওঠে। গ্রাম থেকে শহরে এবং শহর থেকে শহরে মানুষের অভিগমনের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির মাধ্যমেও নগরায়ণ হয়। এর মাধ্যমে নগরের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়। সর্বোপরি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জাতির সামাজিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, গ্রামীণ এলাকা অপেক্ষা শহর এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রক্রিয়াই হচ্ছে নগরায়নণ। সুতরাং অকৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড পুঞ্জীভূতভাবে গড়ে ওঠায় নগরের উদ্ভব। উদ্ভূত এ নগরের বিকাশ সাধনই নগরায়ণ।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলের মতো স্বাধীনতা পরবর্তী সময় বাংলাদেশে নগরায়ণের প্রক্রিয়ার বিস্তৃতি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সময়ের নগরায়ণ : ১৯৭৪ সালের পর নগর সংজ্ঞার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং বিভিন্ন উপজেলা শহর এ সময় নগরকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮১ সালে নগর জনসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সময়ের মধ্যে ৩০% নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.২৮ মিলিয়নে। এ সময় নগরায়ণের হার ছিল ১৫.১%। নগরকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৪৯২। উক্ত সময়ে গ্রাম-নগর অভিগমন এবং জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১৯৯১ সালে নগরায়ণের হার আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯.৬৩%। নগরকেন্দ্রের সংখ্যা ৫২২ এবং নগর জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ২০.৮৭ মিলিয়ন। এ সময়ে নগর জনসংখ্যা প্রতিবছর ৪.৫৬% হারে বৃদ্ধি পায়।

১৯৯১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ে নগরায়ণ : ১৯৯১ সালের পর নগর জনসংখ্যা বার্ষিক ৩.১৫% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৬ মিলিয়নে উন্নীত হয় এবং নগরায়ণের হার এ সময় ছিল ২৩.১০%। বর্তমানে দেশে নগরকেন্দ্রের সংখ্যা ৫৩২টি (আদমশুমারি-২০১১)। এ সময় জনসংখ্যার আকারের ওপর ভিত্তি করে ঢাকা মহানগরীকে মেগাসিটি (জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ-এর অধিক) হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। জনসংখ্যার আয়তনের দিক থেকে এরপর চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বরিশালের স্থান। ২০১১ সালের শুমারি অনুযায়ীও নগরায়ণের ক্রমধারা ২০০১ সালের মতোই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রতম অংশ নগরে বসবাস করে। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নগরায়ণের হার বেশ উচ্চ।

প্রশ্ন ▶১১ তপু একজন মেধাবী ছাত্র। উচ্চ শিক্ষার সযোগ পেয়ে সে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের এমন একটি শহরে পড়তে গেল যে শহরটি শিক্ষানগরী হিসেবে পরিচিত। শিক্ষাজীবন শেষে জীবিকার প্রয়োজনে সে তার নিজ এলাকায় ফিরে এলো যেটি পূর্বে গ্রাম হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে একটি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে শহর হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. অভিগমন কী? ১

খ. নগর গড়ে ওঠার কারণ বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে তপুর গ্রাম থেকে শহরে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তপুর গ্রামটি শহরে পরিণত হওয়ার পিছনে উদ্দীপকে কোন কারণ দেখানো হয়েছে? একটি শহর গড়ে ওঠার পেছনে উল্লেখিত বিষয়টি কতটুকু ভূমিকা পালন করে থাকে? বিশ্লেষণ করো ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করাই অভিগমন। যেমন– ঢাকা থেকে রংপুর অথবা বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া গমন।

খ নগর গড়ে উঠতে ভূমির অবস্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যে সমস্ত স্থান প্রকৃতিগত দিক থেকে বাসোপযোগী তথা জলবায়ু তুলনামূলকভাবে পার্শ্ববর্তী জলাবায়ু অপেক্ষা আরামদায়ক, খনিজ ও কৃষি সম্পদ সহজলভ্য এবং সাগর, নদীপথে তথা প্রাকৃতিক পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে সেখানেই নগর গড়ে ওঠে।

গ তপুর গ্রাম থেকে শহরে আসার কারণ শহরের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা।

শহরে মানুষ শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করে। কারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি শহরে গড়ে ওঠে। তপুও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শহরে আসে। শহরে গ্রামের তুলনায় যাতায়াতের জন্য অধিকসংখ্যক রাস্তা গড়ে ওঠে। ফলে মানুষ সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে যাতায়াত করতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সেবা-বুবিধা যেমন- বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও পয়ঃপ্রণালি ইত্যাদি শহরে অপরিহার্যভাবে গড়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, শহরে গ্রামের তুলনায় পড়াশুনার সযোগ-সুবিধা বেশি থাকার কারণে তপু গ্রাম থেকে শহরে আসে।

ঘ উদ্দীপকে তপুর গ্রামটি শহরে পরিণত হওয়ার পিছনে ইপিজেড (EPZ – Export Processing Zone) গড়ে ওঠার কারণটি দেখানো হয়েছে।

তপুর শহরটি পূর্বে গ্রাম ছিল। যেখানে একটি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন তা শহর হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে কোনো স্থানে ধীরে ধীরে জনবসতি ঘন হয়ে ওঠে। তারা শিল্পকারখানার আশপাশে বিভিন্ন দোকানপাট গড়ে তোলে। শিল্পকারখানাকে কেন্দ্র করে অনেক ছোট ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এছাড়াও বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন– গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি সহজলভ্য হয়। এভাবে ধীরে ধীরে কোনো স্থানে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও জনবসতি বৃদ্ধি পায়। যা পরবর্তীতে শহরে পরিণত হয়। সুতরাং বলা যায়, একটি শহর গড়ে ওঠার পিছনে ইপিজেড খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶১২ মোহর আলী গ্রামে কোনো কাজ না পেয়ে ঢাকা শহরে পরিবার নিয়ে চলে আসে। এখানে এসে সে বস্তিতে বসবাস শুরু করে। তার বস্তিতে বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়া যায় না। এখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। পরিবারের সদস্যদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কাজের সময় চলে যায়।

◀ *শিখনফল: ৬*

ক. প্রাথমিক হাট কাকে বলে? ১

খ. হাটবাজার গড়ে ওঠার দুটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মোহর আলীর পরিবারের আলোকে নগরের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানে তোমার সুপারিশ পেশ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাম অঞ্চলের ছোট ছোট হাটকে প্রাথমিক হাট বলে।

খ হাটবাজার গড়ে ওঠার দুটি কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

i. গ্রামীণ হাটবাজার গড়ে ওঠার মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক। কারণ কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির অন্যতম মাধ্যম হাট। তাই কৃষক তার সুবিধা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হাটে পণ্য বেচাকেনা করে থাকে।

ii. গ্রামীণ এলাকায় পরিবহন সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে নির্দিষ্ট দূরত্বে হাটবাজার গড়ে ওঠে, যেখানে সহজে মানুষ যাতায়াত করতে পারে।

গ উদ্দীপকে মোহর আলীর পরিবারের আলোকে নগরের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হলো-

i. বাংলাদেশের নগরসমূহে বাসস্থান সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করছে। গ্রামের একজন দরিদ্র মানুষ যখন শহরে বসবাসের জন্য আসে, তখন সে তার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে শহরের উন্মুক্ত স্থানে বসবাস শুরু করে।

ii. নগরে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে পাকা স্থাপনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ও গৃহস্থালির পানি রাস্তার উপর দিয়ে চলাচল করে নগরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে।

iii. উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যহীনতার কারণে গ্রামীণ দরিদ্র্যতা থেকে নগর দারিদ্র্যতা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়।

iv. নগরের অতিরিক্ত জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ ট্যাক্স দিতে না পারায় তারা পৌর সুবিধাদির অনেকগুলো থেকে বঞ্চিত হয় এবং নগর পরিবেশকে দূষিত করে।

v. নগরের অতিরিক্ত জনসংখ্যা গৃহস্থালিতে জ্বালানি পোড়ানো এবং ধূমপানের মাধ্যমে নগরকে দূষিত করে।

vi. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবছর ৩.২ মিলিয়ন শিশু ডায়রিয়াজনিত রোগে মারা যায়, এর প্রধান কারণ পানি দূষিত হওয়া।

vii. নগরের অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সবার পক্ষে স্বাস্থ্যসেবা লাভ সম্ভব হয় না।

viii. নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজনে বাড়িঘর নির্মাণ প্রয়োজন হয়, যাতে শব্দ দূষণের সৃষ্টি হয়।

এভাবে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের নগরসমূহে বিশেষত বড় নগরসমূহে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিচে আমার সুপারিশ পেশ করা হলো-

i. প্রতিটি নগরকে মহাপরিকল্পনা অনুসারে গড়ে তুলতে হবে। নগরে মহাপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন হলে প্রতিটি ভূমির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

ii. নগরে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যেমন- পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বর্জ্য অপসারণ) মধ্যে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে পারলে পরিবেশগত অনেক সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব।

iii. নগরের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা ট্যাক্স সংগ্রহের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

iv. নগরীর পানি নিষ্কাশন প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য খাল ও পুকুরসমূহ পুনঃখনন এবং অবৈধ দখল রোধ করতে হবে।

v. নগরীর পরিবেশ দূষণে বর্জ্য প্রভাব ফেলে। তাই জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং আইন করে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা যথাসময়ে অপসারণ করতে হবে।

vi. নগর সরকার ব্যবস্থা চালু হলে নগরের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে টাস্কফোর্স গঠন করে সমষ্টিগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

vii. সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে দৃঢ় হতে হবে এবং সবার কাছে নগরের বিভিন্ন সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে।

সুতরাং আমরা যদি উপরের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারি তাহলে নগরসমূহে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যাসমূহ দূর করা সম্ভব হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১৩ অপুদের গ্রামের বিদ্যালয়ের খোলা মাঠে প্রতি শুক্রবার তাদের গ্রামসহ আশপাশের গ্রাম থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময় করে। তাদের গ্রামে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এবং নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতার এ ধরনের সমাবেশ একটি বিশেষ নামে পরিচিত। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. বসতি কী? ১

খ. গ্রামীণ বসতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. অপুদের গ্রামে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের এ ধরনের সমাবেশ কী নামে পরিচিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যে অবয়ব তৈরি করে তাই বসতি।

খ যে স্থানে সমষ্টিগত মানুষ তার নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ভূমি থেকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকে সেই স্থানকেই গ্রামীণ বসতি বলে।

নিজ জমিতে অথবা পরের জমিতে কৃষি কাজ করা, ফসল কাটা, গোলাজাতকরণ, বাজারজাত করা, মাছ ধরা, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন, কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি গ্রামীণ বসতির মানুষের প্রধান কাজ।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের গ্রামীণ হাটের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ১৪

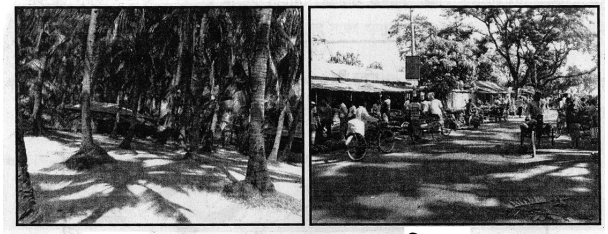

চিত্র-১ চিত্র-২

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. গ্রামীণ বসতি কাকে বলে? ১

খ. গ্রামীণ বসতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি কী? ২

গ. ২ নম্বর চিত্রে হাটবাজার গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রামীণ হাটবাজার কীভাবে গড়ে ওঠে? বিশ্লেষণ করো। ৪